মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে স্বনির্ভরতা

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নে

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়

" Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC)" প্রকল্প

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মাঁচা পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে স্বনির্ভরতা...

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়:-

" Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC)" প্রকল্প

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্লট: ই-৪/বি, আগারগাও প্রশাসনিক এলাকা,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প বাস্তবায়নে:-

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, বাংলাদেশ।
ফোন ও ফ্যাক্স: +৮৮ ০৭৬৩২ ৫১১৫৯
ই-মেইল: infoho@wavefoundationbd.org

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০১৪

উপদেষ্টা: আনোয়ার হোসেন
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ওয়েব ফাউন্ডেশন

অর্থায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সম্পাদনায়: ডাঃ অরুন কুমার সিনহা
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন
মোঃ মাহমুদুর রহমান
সহকারী ব্যবস্থাপক, পিকে এস এফ
কবীর শাহরীয়ার

প্রকাশনায়: ওয়েভ ফাউন্ডেশন
প্রকাশনা সহায়তায়: আলতাফ হোসেন
অরেঞ্জ বিডি কমিনিকেশনস

শুভেচ্ছা বাণী

১৯৯০ সাল হতে যাত্রা শুরু করে ওয়েভ ফাউন্ডেশন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া এবং যশোর জেলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ণে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বিভিন্ন আর্থিক এবং অ আর্থিক সেবা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আর্থিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা, আলমডাঙ্গা, জীবননগর এবং সদর উপজেলায় **"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি"** শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন গবেষণা সূত্র ও প্রথাগত ছাগল পালনের চর্চায় দেখা যায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ভৌগোলিক কারণে ছাগল পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী স্থান। কিন্তু এজন্য খামারীদের প্রথাগত ছাগল পালনের ধারণা থেকে তাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিপালন ব্যবস্থা আয়ত্ত করতে হবে। কেননা ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থার দূর্বলতার কারণে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিনে দিনে খর্বাকৃতি হয়ে যাচ্ছে, মৃত্যুহার ২০ শতাংশের অধিক, টিকা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন যথেষ্ট নয়; এছাড়া ছাগলের খাবার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দূর্বল এবং সর্বোপরি আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল পালনে খামারীদের সচেতনতার অভাব রয়েছে। পিকেএসএফ এরফেডেক প্রকল্পের আওতায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ওয়েভ ফাউণ্ডেশন প্রকল্পভুক্ত ১৫০০ জন খামারীকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন এবং লাভজনকভাবে ছাগল পালনের জন্য বিভিন্ন কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের প্রচলন হয়েছে এবং ছাগলের মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। মহিলা উদ্যোক্তারা নিজেদেরকে ছাগল পালনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করছে যা নারীদের ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের সাব-সেক্টরের উন্নয়নে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং প্রভাবসমূহ তুলে ধরে প্রকাশিত এই পুস্তিকা, সারা দেশে এমন উদ্যোগ গ্রহনে বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন ও খামরীদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। সর্বোপরি চুয়াডাঙ্গা জেলার উপজেলাসমূহে ছাগল পালন সাব-সেক্টরের উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার জন্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

মুখবন্ধ

ব্ল্যাক বেঙ্গল তথা বাংলার কালোছাগল আমাদের দেশে অতি পরিচিত একটি নাম। সাধারনত গ্রামাঞ্চলের পথে প্রান্তরে আমরা যেসব কালো রংয়ের ছাগল দেখতে পাই, তাই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নামে পরিচিত। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি অধিক উৎপাদনশীল একটি জাত। এ ছাগল বছরে দুই বা ততোধিক বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার ২ থেকে সর্বোচ্চ ৫টি পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মাংস, দুধ এবং চামড়া উৎপাদনে ছাগল বাংলাদেশে একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজি, স্বল্প জায়গা এবং কম খাদ্য খরচের প্রয়োজন হওয়ায় বিশ্বে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতিক হারে ছাগলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৬৭৭ মিলিয়ন ছাগলের মধ্যে ৬৪% এশিয়ায়, ৩০%আফ্রিকায়, ৩.৩% উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, ২.৩% ইউরোপ এবং ০.৪% ওসেনিয়ায় রয়েছে। এশিয়ায় প্রাপ্ত ছাগলের ৭১%ই ক্ষুদ্র খামারীরা পালন করে। বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি ছাগলের ৫২% (সূত্রঃ বিবিএস-২০১৩) পালন করে ভূমিহীন প্রন্তিক চাষীরা। দ্রত বংশবৃদ্ধি বিশেষ করে স্বল্প সময়ে এককালীন একাধিক বাচ্চার উৎপাদন এবং দ্রুত ও নিয়মিত আর্থিক আয় বৃদ্ধি তথা দারিদ্র বিমোচনের সহায়ক শক্তির উৎসই এদেশের গরীব জনগণকে ছাগল পালনে উৎসাহিত করেছে। এজন্যই ছাগলকে "গরীবের গাভী" বলা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুড়হুদা, জীবন নগর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাগল পালনের জন্য প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলে ছাগলের পর্যাপ্ততার একটি অন্যতম কারন হল ছাগলের পর্যাপ্ত চারন ভূমি। কিন্তু বর্তমানে মানুষ বাড়ার সাথে সাথে ছাগলের চারন ভূমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত কমে আসছে। তাই ছাগল চাষীরা দিন দিন তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এবং ওয়েব ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে এসব অঞ্চলের ছাগল চাষীদের আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি আধুনিক মাঁচা পদ্ধতিতে খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ করছে। বর্তমানে এসব এলাকায় ছাগল পালনের সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি অন্যান্য সাধারণ মানুষও ছাগল পালনে বেশ আগ্রহী হচ্ছে। এই ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকরী ভূমিকা একদিন আঞ্চলিক অর্থনীতির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখবে বলে আশা করি।

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও খুলনা জেলায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন ১৯৯০ সন থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী এবং ১৯৯৩ সন থেকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল জেলাসমূহের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের জন্য প্রসিদ্ধ। এক সময় এ অঞ্চলের ঘরে ঘরে ছাগল পালন হত যা থেকে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বাড়তি আয় ও প্রোটিনের সংস্থান হত। তবে বর্তমানে পারিবারিক পর্যায়ে ছাগল পালন একেবারেই কমে যাবার ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। উপরক্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জীন সংরক্ষণ এখন হুমকির সম্মুখীন।

এছাড়া হাঁস, মুরগী, গরু পালন, এদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ এবং রোগের চিকিৎসা, বানিজ্যিকভাবে হাঁস, মুরগী ও গরুর খামার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নিয়ে অনেক গবেষনা হয়েছে এবং গবেষনালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে মানুষ এখন ব্যাপকভাবে পারিবারিক পর্যায়ে এবং বানিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক হাঁস, মুরগী ও গরুর খামার তৈরী করছে। কিন্তু আদর্শ পদ্ধতিতে ছাগল পালন এবং বানিজ্যিকভাবে ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নিয়ে এখনও কোন উল্লেখযোগ্য সফল গবেষনা সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে হয়নি।

শীর্ষক মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগীদেরও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, কারিগরী ও ব্যবসায় উন্নয়ন, চিকিৎসা সহায়তাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হযেছে। এছাড়া পারিবারিক ও খামার পর্যায়ে অল্প জায়গায় ছাগল পালন, এদের খাবার, রোগ এবং রোগের চিকিৎসা, বানিজ্যিকভাবে ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে যা প্রকল্পভুক্ত এবং প্রকল্প বহির্ভূত খামারীদের টেকসই আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

ছাগলের জাত পরিচিতি

ছাগলের বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যঃ

ছাগলের জাত সাধারণত দুই প্রকার

১. দেশী জাত

২. বিদেশী জাত

১. দেশী জাত

দেশের ভিতরে যে সমস্ত ছাগলের জাত পাওয়া যায় তাদেরকে দেশী জাত বলে। যেমন- ব্ল্যাক বেঙ্গল; আমাদের দেশের কালো ছাগল, আকারে ছোট ও গায়ের রং কালো।

২. বিদেশী জাত

যে সমস্ত জাত দেশের বাহিরে থেকে আনা হয়েছে তাদেরকে বিদেশী জাত বলে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি উন্নত জাত রয়েছে। যেমন- (১) যমুনাপাড়ি, (২) এ্যাংলো-নিউবিয়ান, (৩) এ্যালপাইন, (৪) এ্যাংগুড়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সাধারণত দুই ধরনের ছাগল পাওয়া যায়। যেমন- ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং যমুনাপাড়ি। নিম্নে বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

বাংলাদেশের ছাগল- " ব্ল্যাক বেঙ্গল"

এ ছাগল বাংলাদেশের সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং এটিই দেশের একমাত্র ছাগলের জাত। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে এই জাতের ছাগল দেখা যায় । নিম্নে এ জাতের ছাগল সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

আকারে ছোট, গায়ের রং কালো তবে সাদা, খয়েরী, সাদা-কালো, খয়েরী-সাদা ইত্যাদিও হতে পারে। বয়স্ক ছাগলের উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি এবং লম্বায় ৮০-৯০ সেমি। ছাগলের শিং ছোট (৫-৬ সেমি) সরু এবং উর্দ্ধমূখী। কিন্তু পাঁঠার শিং তুলনামূলকভাবে বড় (১১-১২ সেমি) মোটা এবং পিছনের দিকে বাঁকানো। পাঁঠা এবং ছাগী উভয়েরই সাধারণত দাড়ি থাকে। লোম ছোট মসৃন। এই ছাগল দ্রুত প্রজননশীল। পাঁঠার ওজন ২৫-৪০ কেজি , ছাগীর ওজন ২০-৪০ কেজি।একটি ৯ মাস বয়সের মা ছাগল বছরে দুই বার বাচ্চা দেয় ও প্রতিবারে ২ এর অধিক বাচ্চা হয়। অল্প বয়সের বাচ্চাগুলোর বাজার মূল্য অনেক কম হয়। প্রতি বাচ্চা ছাগল ১-১.৫বছর লালনপালন করলে প্রাপ্ত বয়স্ক মা ছাগল ও পাঠায় রুপান্তরিত হয় এবং এদের মধ্যে কিছু পাঠা ছাগল খাসীতে রুপান্তর করা হয়। উৎপন্ন বাচ্চার মধ্যে থেকে মা ছাগল ও পাঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাড়ন্ত বাচ্চাকে প্রথম তিন মাসের মধ্যে একবার ও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে দুইবার বাছাইপূর্বক আলাদা ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে এবং পাশাপাশি তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও পূর্বের ইতিহাস জেনে নির্বাচন করতে হবে। পর্যবেক্ষণে অর্জন দেখা যায় এভাবে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাগল বিক্রি করে চাষীরা অনেক লাভবান হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা অধিকহারে ছাগল পালনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

চিত্র ঃ আদর্শ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

আদর্শ ব্ল্যাক বেঙ্গল মা ছাগলের বৈশিষ্ট্যঃ

- বছরে দুই বার বাচ্চা দেয় ও প্রতিবারে ২ এর অধিক বাচ্চা দেয়।
- কমপক্ষে ০৯ মাস বয়সের হতে হবে।
- পেট বড়, পাঁজরের হাঁড় চওড়া এবং দুইটি হাড়ের মাঝখানে এক আঙ্গুল জায়গা থাকবে।
- নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হতে হবে, যা আলোচনার মাধ্যমে জেনে নিতে হবে।

চিত্রঃ আদর্শ মা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

আদর্শ ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠা ছাগলের বৈশিষ্ট্যঃ

- বয়স কমপক্ষে ১ বছর হতে হবে।
- অন্ডকোষের আকার বড় এবং সুগঠিত হতে হবে।
- পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
- যৌন রোগ মুক্ত হতে হবে।
- নির্বাচিত পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হতে হবে, যা আলোচনার মাধ্যমে জেনে নিতে হবে।

চিত্রঃ আদর্শ ব্ল্যোক বেঙ্গল পাঁঠা ছাগল

আদর্শ ব্ল্যাক বেঙ্গল বাচ্চা ছাগলের বৈশিষ্ট্যঃ

- বয়স অনুপাতে শারীরিক ওজন বৃদ্ধি এবং বাহ্যিক কাঠামো ভাল।
- পেট বড়, পাঁজরের হাঁড় চওড়া এবং দুইটি হাড়ের মাঝখানে কিছু জায়গা থাকবে।
- অন্ডকোষের আকার বড় এবং সুগঠিত হতে হবে।
- পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
- যৌন রোগ মুক্ত হতে হবে।

চিত্রঃ আদর্শ ব্ল্যাক বেঙ্গল বাচ্চা ছাগল

আদর্শ ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসী ছাগলের বৈশিষ্ট্যঃ

- বয়স অনুপাতে শারীরিক ওজন বৃদ্ধি এবং বাহ্যিক কাঠামো ভাল।
- পেট বড়, পাঁজরের হাঁড় চওড়া এবং দুইটি হাড়ের মাঝখানে এক আঙ্গুল জায়গা থাকবে।
- পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।

চিত্রঃ আদর্শ ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসী ছাগল

উপকারিতা ঃ

দুধ উৎপাদন

সাধারণত ছাগী প্রতি ২০০-৩০০ গ্রাম দুধ উৎপাদন হয়। তবে উপযুক্ত খাদ্য ও ভাল ব্যবস্থাপনায় অনেক ছাগী দৈনিক ১-১.৫ লিটার দুধ দেয়। এদের দুধ প্রদানকাল সাধারণত ২-৩ মাস। দুধে ৪.৫-৫.০ % ফ্যাট, ৩.৫-৩.৯% প্রোটিন, ৫.২-৬.০% ল্যাকটোজ এবং ১.৪-১.৬% খনিজ থাকে।

বাচ্চা উৎপাদন

সাধারণত ১২-১৫ মাসের মধ্যেই প্রথম বাচ্চা দেয়। প্রথমবারে সাধারণত (৮০% ক্ষেত্রে) ১টি করে বাচ্চা দেয়। তবে দ্বিতীয়বার থেকেই ৬০% ক্ষেত্রে ২টি, ২৬% ক্ষেত্রে ১টি এবং ১৩% ক্ষেত্রে ৩টি বাচ্চা দেয়। বিশেষক্ষেত্রে প্রতিবারে ৪টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় বছরে দুইবার এবং ছাগী প্রতি ২.৮ টি পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে।

চিত্রঃ মা ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন

মাংস উৎপাদন

এই জাতের ছাগলের ড্রেসিং হার সাধারণত ৪৫-৪৭%। তবে মোট খাদ্যযোগ্য মাংস উৎপাদনের পরিমাণ মোট ওজনের প্রায় ৫৫%। অর্থাৎ একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী থেকে কমপে ১১ কেজি খাদ্যযোগ্য মাংস পাওয়া যায়।

চামড়া উৎপাদন

চামড়া উৎপাদন মোট ওজনের ৬-৭%। একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল থেকে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়।

যমুনাপাড়ি

উৎপত্তিস্থল ও প্রাপ্তিস্থান

যমুনাপাড়ি ভারতের সবচেয়ে বড় এবং অত্যন্ত শ্রী ছাগল হিসাবে গণ্য হয় । গঙ্গা, যমুনা ও কেসবেল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এই ছাগলের উৎপত্তিস্থল। ভারতের বিহার এবং উত্তর প্রদেশে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে এই ছাগল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই ছাগল দেখা যায়।

যমুনাপাড়ীর বৈশিষ্ট্য ঃ

- দেহ লম্বাকৃতির কান ঝুলান্ত এবং শিং ছোট ও চ্যাপ্টা।
- পা গুলো লম্বা লম্বা ভাঁজ করা। পিছনের পায়ের দুই উরুর মাঝে লম্বা তুল তুলে অধিক পরিমাণে লোম দেখা দেয়।
- ছাগী দিনে প্রায় ২/৩ লিটার দুধ দেয়। প্রায়১০-১২ইঞ্চি লম্বা ঝুলন্ত বান বহন করে।
- দেহের রং সাদা, কালো তামাটে, হলুদ বাদামী বা বিভিন্ন মিশ্রিত রংয়ের হয়।
- একবারে একটির বেশী বাচ্চা দেয় না।

চিত্রঃ যমুনাপাড়ী পাঁঠা ছাগল

চিত্রঃ যমুনাপাড়ী বাচ্চা ছাগল

উপকারিতা

যমুনাপাড়ি ছাগল দুধ এবং মাংস উভয়ই দিয়ে থাকে। দুধ উৎপাদনের জন্য যমুনাপাড়ি ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত ছাগল। এই ছাগল প্রতিদিন ৩-৪ কেজি দুধ দিয়া থাকে। কোন কোন সময় ভাল যত্ন পাইলে সর্বোচ্চ দোহনকালে মোট ৬১৮ কেজি দুধ দিতে পারে। ইহা বৎসরে একবার বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণত একটি করিয়া বাচ্চা দেয় বা কখনো কখনো দুইটিও দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং যমুনাপাড়ি ছাগল পালন করা হয়।

প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট

ওয়েভ ফাউন্ডেশন দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। সংস্থা চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চুয়াডাঙ্গা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকে একটি উলেখযোগ্য কাজের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করে। কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি জানা না থাকলেও সাধারণভাবে জানা যায় যে প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাগল পালনের এশটি উপযুক্ত স্থান। সেই প্রেক্ষিতেই এতদাঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে বাড়িতে বাড়িতে এক বা একাধিক ছাগল পালন হয়ে থাকে। ছাগল পালনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সংস্থা ২০০০ সালে ১০ টি মা ছাগলের একটি ছোট্ট খামার স্থাপন করে। এই পরিক্ষা নিরিক্ষায় সাধারণ একটি ধারণা তৈরী হয় যে ছাগল পালনে এতদাঞ্চলে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির ছাগলের একত্রে পালনের জন্য ছাগলে শংকর প্রজাতি গড়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সংস্থা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও কৃষক পর্যায়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে উৎসাহিত করতে ২০০৮ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার কোষাঘাটায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনে একটি ব্রিডিং খামার এবং কৃষক পর্যায়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষন ও পালনে একটি প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০১১ এ শেষ হয়। বর্তমানে প্রকল্পের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আরো একটি ছাগল খামার স্থাপন করা হয়েছে। খামারে উন্নত জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদন হচ্ছে এবং কৃষক পর্যায়ে ছোট ছোট খামার গড়ে তুলতে সহযোগিতা করছে। দীর্ঘ পরিক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সংস্থা ছাগল পালনের একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি আয়ত্ব করতে সমর্থ হয়েছে। এখন সংস্থা অনেকটা আত্মবিশ্বাসী যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন কৃষক পর্যায়ে একটি বানিজ্যিক ক্ষেত্র হতে পারে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এক সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কৃষক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্প্রসারণের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলাকে একটি ক্লাষ্টার হিসাবে গড়ে তুলবার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা ঃ

- প্রকল্প এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী ছাগল পালনের পাশাপাশি খাসী ছাগল মোটাতাজাকরন, ছাগলের ব্যবসায়ী, চামড়া বিপণনসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে।
- ছাগল পালনে কম জমি এবং তুলনামূলকভাবে কম পুঁজির প্রয়োজন বলে ছাগল পালন সেক্টর ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে।
- প্রকল্প এলাকায় বানিজ্যিকভাবে ছাগল পালনের উপযোগী তাপমাত্রা এবং যথাযথ খাদ্যের প্রর্যাপ্ততা রয়েছে।
- ছাগল পালনে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে চাষীরা সনাতন পদ্ধতিতে ছাগল পালনে অভ্যস্ত বিধায় উচ্চ মৃত্যুহার এবং নিম্ন উৎপাদনশীলতার কারণে সম্ভাবনাময় এ খাতটি দ্রুত বিকশিত হতে পারছে না।
- বাক সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়ন।
- অধিক উৎপাদনশীল ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন প্রচলনের মাধ্যমে খামারীদেও আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছাগল পালন, খাসী ছাগল মোটাতাজাকরন, ছাগলের মৃত্যুহার হ্রাস এবং কার্যকর বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ছাগল পালনের এ সেক্টরকে আরো বিকশিত করতে এ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাগল চাষীদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ	এক (১) বছর
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ	২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত
প্রকল্পের উপকারভোগী	ঃ	ছাগল পালনকারী প্রান্তিক জনগোষ্টি
প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তার সংখ্যা	ঃ	এক হাজার পাঁচ শত (১৫০০) জন
প্রকল্পের কর্ম এলাকা	ঃ	চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা, জীবননগর ও অলমডাঙ্গা উপজেলা
প্রকল্পের মোট বাজেট	ঃ	৫২৮৭২৩৮ টাকা, এর মধ্যে পিকেএসএফ হতে অনুদান ৩৩৬২১৬৮ টাকা (৬৩.৫৯০%) এবং অবশিষ্ট ৩৬.৪১০% ওয়েভ ফাউন্ডেশন বহন করেছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন প্রচলন করা।
- কমিউনিটি পর্যায়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের প্রজনন ও পালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি করা।
- পরিবারভিত্তিক ছাগল পালনের পাশাপাশি বানিজ্যিক খামারভিত্তিক ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ

প্রকল্প এলাকার প্রায় ৫ হাজার স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছাগল পালন, খাসী ছাগল মোটাতাজাকরন ও বাজারজাতকরণের সাথে যুক্ত। সীমান্ত সংলগ্ন এ এলাকাতে ছাগলের প্রাপ্যতা যেহেতু সবচেয়ে বেশি সেহেতু এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠি সহজাতভাবেই ছাগল পালন ও বিপণনে নিয়োজিত।

জেলা ঃ চুয়াডাঙ্গা, উপজেলাঃ দামুড়হুদা, জীবননগর ও আলমডাঙ্গা

প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ঃ ১৫০০ জন

চিত্রঃ চুয়াডাঙ্গা জেলা

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডসমূহ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান

প্রকল্পের শুরুতে প্রকল্পের কর্মরত এলাকায় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট ইউনিটের টেকনিক্যাল পারসন ও ইউনিট ম্যানেজারদের নিয়ে (২৫ জন) ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়। এ অরিয়েন্টের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকৃত প্রতিটি শাখার টেকনিক্যাল পারসন ও ইউনিট ম্যানেজারের ছাগল পালনের উপর আধুনিক পদ্ধতিগত ধারণা প্রদান এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সরকারী জেলা লাইভষ্টক অফিসার, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তারা গন অরিয়েন্টেশনে ছাগল পালন ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বক্তব্য রাখেন।

চিত্র ঃ ইউনিট ম্যানেজার ও টেকনিক্যাল পারসনদের ওরিয়েন্টেশন

ছাগল পালনকারী উদ্যোক্তা নির্বাচন ঃ

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৫০০জন খামারীকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাগল পালনে উৎসাহী, উদ্যোগী এবং যে সকল খামারীর কমপক্ষে ২-৩টি ছাগল রয়েছে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল পালনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

উদ্যোগের আওতায় ১৫০০জন খামারীকে ছাগল পালনের গুরুত্ব, ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ, সঠিক জাতের মা ছাগল ও পাঁঠা নির্বাচন, খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, বংশবৃদ্ধির সময়কাল ও বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পকে সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করে সরকারী জেলা লাইভষ্টক অফিসার, উপজেলা লাইভষ্টক অফিসার, সরকারী ছাগল খামারের কর্মকর্তা, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের ফলে চাষীরা খামারীরা ছাগল পালনের গুরুত্ব, সঠিক ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের মা ছাগল ও পাঁঠা নির্বাচন, খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, বংশবৃদ্ধির সময়কাল ও বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে জানতে পেরেছে।

চিত্র ঃ উপকারভোগীদের ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাঁক সার্ভিস সেন্টারের স্থাপনে উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

প্রাকৃতিকভাবে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ছাগল প্রজননের ফলে অনেক সময় মা ছাগীটি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং আহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপনে আগ্রহী ৩৬ জন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে বাঁক সার্ভিস সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা, নির্মান কৌশল এবং প্রজনন ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথমদিকে ছাগল খামারিদের বাঁক সার্ভিস সেন্টার নির্মানের শিক্ষণসমূহ এবং প্রজননের পদ্ধতিসমূহ যাতে মাঠ পর্যায়ে হুবহু প্রয়োগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদন ও এই জাত সংরক্ষণ বিষয়ে উদ্যোক্তারা অবগত হয়। ফলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকল্পের বাহিরেও কিছু উদ্যোক্তা নিজস্ব উদ্যোগে বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করেছে।

চিত্রঃ বাক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষক

লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) প্রশিক্ষণ ঃ

গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ পর্যায়ে গরু ও ছাগলের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা প্রদান ও খামারীদের গবাদিপ্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করার জন্য ২০জন আগ্রহী LSP তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের ছাগল/গরু/হাঁস মুরগী রোগ ও রোগ নির্ণয়, প্রতিষেধক ও প্রতিকারের উপায়, পশুকে ঔষধ প্রয়োগ ও প্রয়োগের ব্যবহারিক পদ্ধতি, ভ্যাকসিনেশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণের পর প্রত্যেক এলএসপিকে চিকিৎসা প্রদানের সুবিধার্থে একটি করে কীডবক্স প্রদান করা হয়। এলএসপিগণ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পরামর্শ প্রদানের ফলে প্রকল্পের কর্মরত এলাকায় বিভিন্ন রোগের (যেমন- পিপিআর, গোট পক্স, একথাইমা এবং নিউমোনিয়া) প্রাদুর্ভাব খুবই কম পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন ভ্যাকসিন ক্যাম্পে সংস্থার টেকনিক্যাল অফিসারদের সাথে নিয়মিত সহযোগিতা করায় মাঠ পর্যায়ে এলএসপিদের পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রকল্প এলাকায় ছাগলের নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান নিশ্চিত সম্ভব হচ্ছে।

চিত্রঃ এলএসপি প্রশিক্ষণ

চিত্রঃ এলএসপিদের কিড বক্স

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উন্নয়ন (ছাগল পালন)

বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ফেডেক প্রজেক্টের আওতায় উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণে বাজার ধারণা, খামার ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা পরিকল্পনা, ঝুঁকি ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারনা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের পর প্রত্যেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সুনির্দিষ্ট ধ্যান ধারণা কাজে লাগিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব স্থিতি অর্জন করেছে ফলে দিনে দিনে ব্যবসার প্রসারতা বৃদ্ধি করছে।

চিত্র : ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ছাগলের প্রদর্শনীমূলক আদর্শ খামার স্থাপনে সহায়তা প্রদান :

প্রকল্পের শুরুতে আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে ১৫০০ জন উপকারভোগীকে ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পর প্রকল্পের কর্মরত এলাকায় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীমূলক আদর্শ খামার স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীমূলক আদর্শ খামার স্থাপনে সংস্থার প্রত্যেক শাখার ইউনিট ম্যানেজার এবং টেকনিক্যাল অফিসারগণ মাঠ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দেয়। অনুপ্রেরণার বিষয় ছিল মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন এবং

উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের জন্য আদর্শ খামার স্থাপন করে ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি। উক্ত প্রদর্শনীমূলক আদর্শ খামার স্থাপনে বাস্তবায়িত প্রকল্প হতে আদর্শ খামার স্থাপনকারী খামারীদের আদর্শ খামার স্থাপনে আংশিক অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রকল্প মেয়াদে ৪৫টি আদর্শ খামার স্থাপন করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি প্রকল্পের কর্মরত এলাকায় সদস্যের বাহিরে কিছু উদ্যোক্তা নিজস্ব উদ্যোগে আদর্শ খামার স্থাপন করেছে।

চিত্রঃ ছাগলের আদর্শ খামার

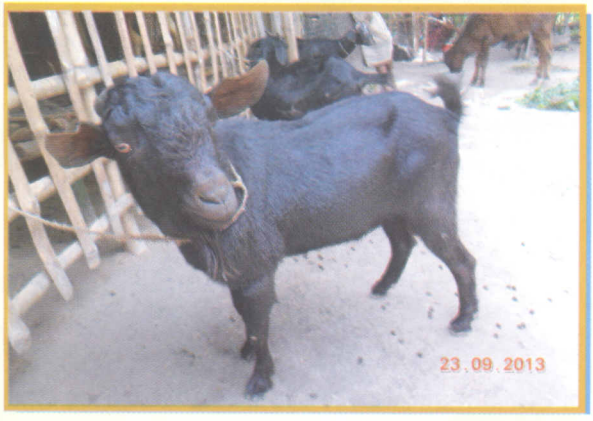

চিত্র : বাঁক সেন্টারের জন্য ক্রয়কৃত পাঠা

বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন:

প্রকল্পের কর্মরত এলাকায় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীমূলক বাঁক সার্ভিস সেন্টার নির্মান করা হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত সংরক্ষণ এবং কর্ম এলাকায় দিন দিন ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও দরিদ্র খামারীরা সহজে এবং কম খরচে গুনগত মানের বাঁক সার্ভিস পাওয়ার জন্য কর্ম এলাকায় ৩৬ টি প্রজনন যোগ্য পাঁঠা ক্রয় ও পাশাপাশি উক্ত ৩৬ জনকে আদর্শ বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয় । উক্ত সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের ফলে অত্র এলাকায় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের সংখ্যা উত্তরোউত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ও জাত সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে এবং সার্ভিস প্রদানকারী উপকারভোগীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এলাকার ছাগল খামারীরা সহজে ছাগলের প্রজনন সেবা গ্রহন করতে পারছে।

ছাগলের আদর্শ বাসস্থান তৈরী এবং ব্যবস্থাপনা ঃ

ছাগলের খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের স্থায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করার জন্য পরীক্ষামূলক প্রদর্শনীমূলক মাচা স্থাপন করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এবং প্রকল্প বহির্ভূত চাষীদের আদর্শ পদ্ধতিতে ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মাচার স্থায়িত্ব বেশী হয় এবং মাঁচায় ছাগল পালন করে ছাগলের রোগবালাই প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ঃ মা ছাগলের আদর্শ শেড

আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য

- ছাগলের জন্য যে বাসস্থান হবে খোলামেলা যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে পারে এমন জায়গায় তৈরী করতে হবে।
- ছাগলের ঘরের চারপাশে শুকনো থাকবে
- মেঝে শুকনো ও পরিষ্কার হবে।
- ছাগলের সংখ্যা অনুযায়ী ছাগলের ঘরের মাপ নির্ধারিত হবে ।
- ছাগলের ঘরটি বিভিন্ন বন্য প্রাণির আক্রমণ ও চোরের হাত থেকে নিরাপদ রাখতে হবে ।

চিত্র ঃ খাঁসী ছাগলের আদর্শ শেড

চিত্রঃ ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের ছবি

ভ্যকসিনেশন ক্যাম্প আয়োজনঃ

প্রকল্পের কর্মএলাকায় টেকনিক্যাল অফিসারগণ নিয়মিত সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ছাগলের বিভিন্ন রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত ভ্যাকসিনেশন শিডিউল অনুসরণ করে (সংযুক্তি-২) ২৪০টি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত ১৫০০ জন উদ্যোক্তার ১৪৬৪৩ টি ছাগল এবং প্রকল্পবহির্ভূত ৫০০জন উদ্যোক্তার ২০২৭টিসহ মোট ১৬৬৭০ টি ছাগলের পিপিআর, গোটপক্স রোগের টিকা দেয় হয়।

ফলে খামারীদের মধ্যে ছাগলের বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন প্রদান সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে এবং উদ্যোক্তার বাহিরেও ভ্যাকসিন প্রদান সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহের জন্য এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কম পরিলক্ষিত হয় এবং প্রকল্প মেয়াদের শেষে ছাগলের মৃত্যুহার ৩.৯৩% এ নেমে এসেছে।

চিত্রঃ ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে ছাগলের টিকা প্রদান

ঘাসের কাটিং সরবরাহ ঃ

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বর্তমানে পারিবারিক পর্যায়ে ছাগল পালনের হার বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাগলের কাঁচা ঘাসের পাশাপাশি চারনভূমির অভাব দেখা দিচ্ছে। কাচাঘাসের অভাব দূর করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্মরত এলাকায় ফেডেক প্রজেক্টের আওতায় ৬০ জন খামারীকে নেপিয়ার ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য এই নেপিয়ার ঘাস বছরে সাতবার কাটিং দেওয়া যায় এতে করে খামারীরা নিজস্ব খামারের চাহিদা পূরণ করার পরও বাজারে ঘাস বিক্রি করতে পারে। ফলে উদ্যোক্তাদের ঘাসের প্লট এবং মুনাফার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপকারভোগী ছাড়াও কিছু কিছু খামারী নিজস্ব উদ্যোগে ঘাসের জমির চাষ করেছে এ ছাড়া কিছু ছোট ছোট ঘাসের বাজার তৈরী হয়েছে।

চিত্রঃ নেপিয়ার ঘাস চাষ

চিত্রঃ ভুট্টা চাষ

চিত্রঃ যব চাষ

চিত্রঃ ঘাস বিক্রয়

সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান :

ছাগল পালনকে আরও বেশি পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক করতে উপযুক্ত ছাগল নির্বাচন, ছাগলের বিভিন্ন রোগবালাই, ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ের উপর সম্পাদিত লিফলেট ও পোষ্টার সকল উপকারভোগী, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন এলাকার জনসমাগমের জায়গায় ৫০০০ পিস লিফলেট ও ৫০০০ পিস পোষ্টার সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে ছাগল পালন সম্পর্কে এলাকায় ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। উপযুক্ত ছাগল নির্বাচন, ছাগলের বিভিন্ন রোগবালাই, ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে জানতে পারছে।

চিত্র ঃ লিফলেট

চিত্রঃ পোষ্টার

ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বই সরবরাহ ঃ

প্রকল্পের আওতায় ১৫০০জন উপকারভোগীকে ছাগলের মৃত্যুহার হ্রাসে করণীয় (পিকেএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত গাইডলাইন সংযুক্তি-২),

ভ্যাকসিন সংক্রান্ত তথ্য, কৃমিনাশক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, মা ছাগলের তথ্য রেজিষ্টার, আয় ব্যয়ের হিসাব উল্লেখপূর্বক ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বই সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বই সরবরাহের ফলে উপকারভোগীরা ছাগলের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং ছাগল পালনের যাবতীয় তথ্য নিয়মিত সংরক্ষণ করতে পেরেছে। ফলে খামারীরা ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের জাত সংরৰণে ব্রিডিং পলিসি মেনে চলতে সক্ষম হয়েছে।

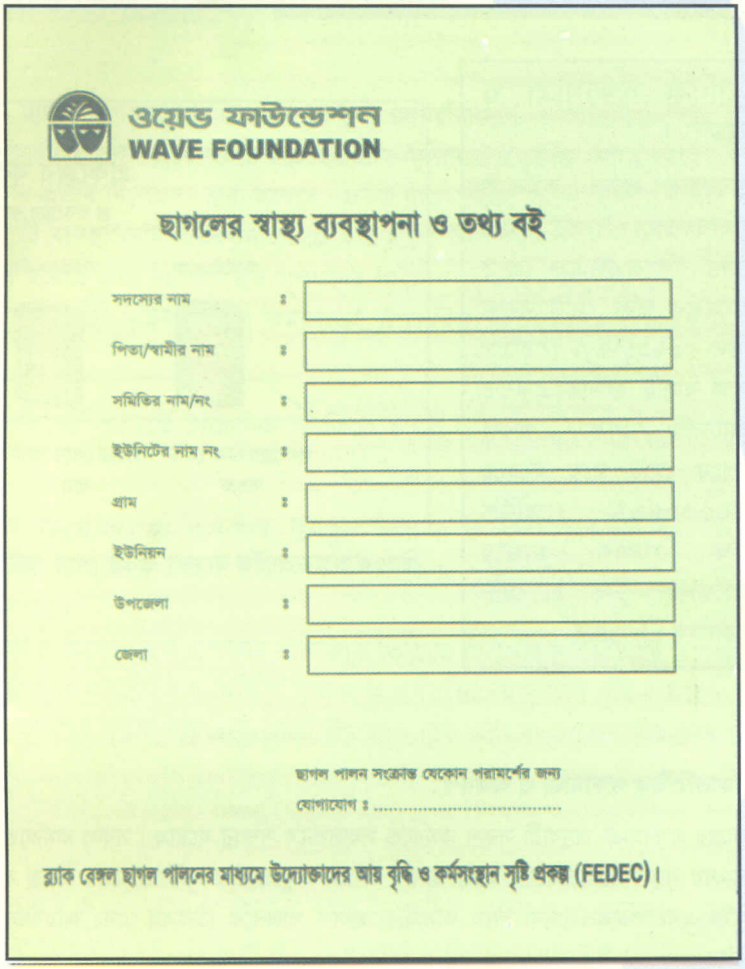
ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বই

সদস্যের নাম ঃ

পিতা/স্বামীর নাম ঃ

সমিতির নাম/নং ঃ

ইউনিটের নাম নং ঃ

গ্রাম ঃ

ইউনিয়ন ঃ

উপজেলা ঃ

জেলা ঃ

ছাগল পালন সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ ঃ .....

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প (FEDEC)।

চিত্রঃ ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বই

প্রতিদিন প্রকল্প ফলোআপ এবং উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান ঃ

প্রকল্পের আওতায় এক ০১জন টেকনিক্যাল এবং ০৬ জন সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার নিয়মিত খামারীদের ছাগল খামারসমূহ পরিদর্শনসহ ছাগলের চিকিৎসা ও কারিগরী পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকেন এবং ছাগলের আয় ব্যয়ের হিসাব ও ছাগল পালনের যাবতীয় তথ্য ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বইয়ে নিয়মিত সংরক্ষণ করেন। উলেস্নখ্য যে টেকনিক্যাল অফিসারগণ নিয়মিত সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় প্রকল্পের কর্ম এলাকায় প্রতি ৬মাস পর পর ছাগলের বিভিন্ন রোগের (যেমন পিপিআর, গোটপক্স, একথাইমা ইত্যাদি) ভ্যাকসিন ক্যাম্পের আয়োজন করে ফলে পিপিআর এবং গোটপক্স রোগের ক্ষেত্রে ছাগলের মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে এসেছে। এর ফলে উদ্যোক্তারা নিয়মিতভাবে মাচার উপর ছাগল পালন করছে এবং মুনাফার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহ

আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

প্রকল্পের সকল কর্মকান্ড যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য পিকেএসএফ হতে প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্ধ ছিল ৩৩৬২১৬৮/- (তেত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত আটষট্টি) টাকা। প্রকল্প শেষে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৩৫০০৪৮/- (তেত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটচল্লিশ) টাকা যা মোট বরাদ্ধের ৯৯.৬৪%।

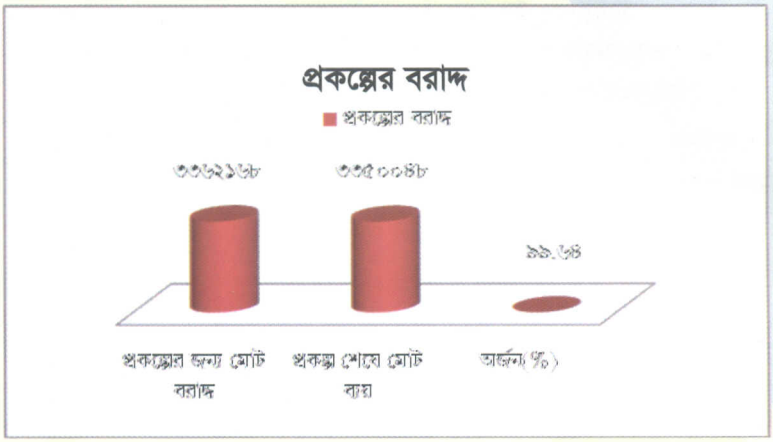

চিত্রঃ প্রকল্পের আর্থিক ল্যমাত্রা, প্রকল্প শেষে মোট ব্যয় এবং অর্জনের(%) তুলনামূলক চিত্র

কর্মকান্ডভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কর্মকান্ড সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকল কর্মকান্ড সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকল্প এলাকায় নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছাগল পালনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণসহ সকল ধরনের কারিগরী, প্রযুক্তি এবং পরামর্শ সেবা নিয়ে খামারীরা ছাগল পালনকে টেকসই এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করেছে।

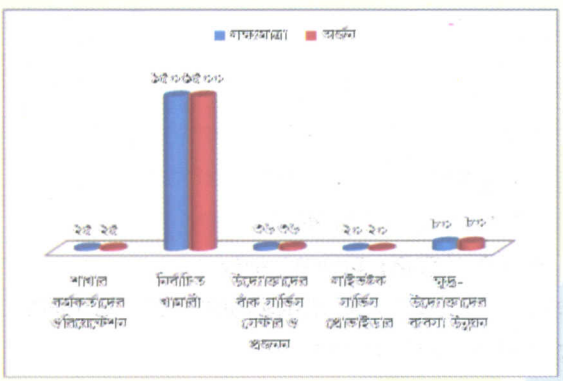

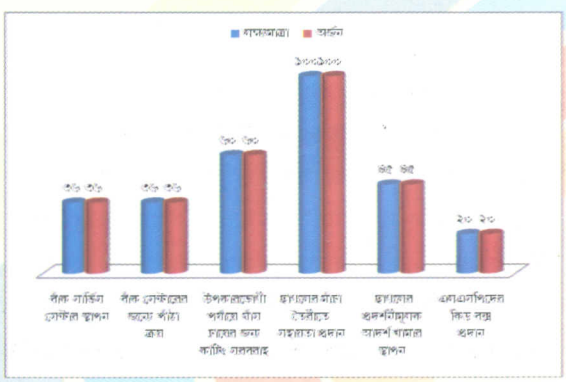

চিত্রঃ প্রকল্পের কর্মকান্ডভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পের প্রভাব

১ (এক) বছর ব্যাপী "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রাক-মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব বিশেস্নষণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব হিসাবে ছাগল পালন পূর্ব ব্যবস্থাপনা ও ছাগল পালন পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্পের ইন্টারভেনশনের ফলে ছাগল পালন ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমান বেড়েছে। মৃত্যুহার হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সকল কর্মকান্ডেই উলেস্নখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে রয়েছে

- গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছাগল পালনের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে খামারীগণ দক্ষতা অর্জন করেছে।

- ছাগলের সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, উপযুক্ত পাঠা ও মা ছাগল নির্বাচন, ছাগলের বৃদ্ধি ফলোআপ করা, রোগবালাই দমন ও প্রতিরোধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে খামারীগণ আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে উঠেছে।
- ছাগল পালন একটি লাভজনক প্রকল্প হিসেবে কর্ম এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টেকসহি ক্লাষ্টার গড়ে উঠেছে।
- সঠিক খামার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার গ্রহনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাগলের মৃত্যুর হার হ্রাস, মোট উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রতিপালন ব্যয় হ্রাস পাবে,

ছাগল রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

ছাগল পালনের ক্ষেত্রে ছাগলের রোগবালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রথমিক ধারনা থাকা প্রয়োজন। ছাগলের রোগবালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রথমিক ধারনা না থাকায় খামারে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। প্রাক-মূল্যায়ন জরিপের তথ্য অনুসারে ৫ ভাগ খামারীর ছাগলের রোগবালাই সম্পর্কে গতানুগতিক ধারনা থাকলেও ৯৫ ভাগ খামারীর রোগবালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তেমন কোন ধারন ছিল না। চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ হতে পাওয়া যায় শতভাগ খামারী রোগ প্রতিরোধ করণীয় সম্পর্কীত গাইট লাইন (সংযুক্তি-২) নিয়মিত অনুসরণের ফলে রোগবালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছে।

বিবরণ	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ছাগলের রোগবালাই সম্পর্কে জানে (%)	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ছাগলের রোগবালাই সম্পর্কে প্রথমিক ধারনা জানে না(%)	বিবরণ	প্রশিক্ষণ পরবর্তী ছাগলের রোগবালাই সম্পর্কে প্রথমিক ধারনা জানে না (%)	প্রশিক্ষণ পরবর্তী ছাগলের রোগবালাই সম্পর্কে প্রথমিক ধারনা জানে (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	৫	৯৫	চুড়ান্ত মূল্যায়ন	০	১০০

চিত্রঃ ছাগলের রোগবালাই ব্যবস্থাপনা সক্রান্ত তথ্য

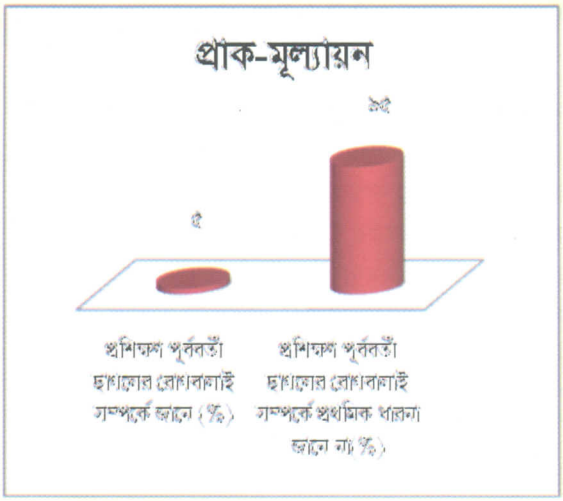

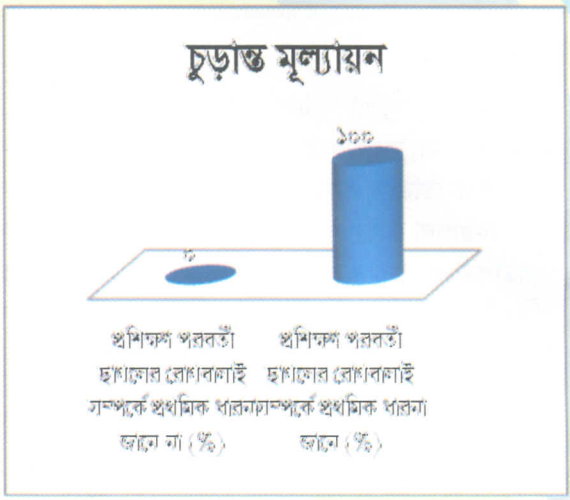

ছাগলের বাসস্থানের পরিবর্তন

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে খামারীদের ছাগল পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট বাসস্থান থাকলেও তারা মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে অভ্যস্ত ছিল না। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকান্ডের ফলে প্রকল্পভূক্ত সকল উদ্যোক্তা মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করছে। এছাড়াও প্রকল্পের বাইরের উদ্যোক্তারা এ পদ্ধতি অনুসরণ করে ছাগল পালন করছে।

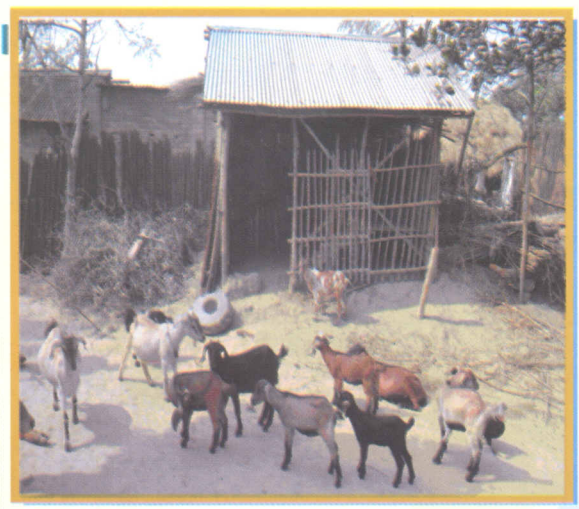

চিত্র : পূর্বে ছাগলের বাসস্থান

চিত্র : বর্তমান ছাগলের বাসস্থান

ছাগলের মাঁচা তৈরিঃ

আদর্শ পদ্ধতিতে ছাগল সৃষ্ট জন্য সাধারনত ছাগল পালনের শুরুতেই ছাগলের মাঁচা তৈরি করতে হয়। এলাকায় মাচা তৈরী না করার ফলে ছাগলের রোগবালাই ও মৃত্যুর কারণে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। প্রাক-মূল্যায়ন জরীপ হতে পাওয়া যায় যে ১০ ভাগ খামারী নিয়মিত মাচা তৈরী করলেও ৯০ ভাগ খামারী মাচা তৈরী করতো না। কিন্তু চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপে বলে প্রতিয়মান হয় শতভাগ উদ্যোক্তা যথাযথভাবে মাচা তৈরী করেছেন ।

বিবরণ	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ছাগলের মাচা তৈরি করে (%)	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ছাগলের মাচা তৈরি করে না(%)	বিবরণ	প্রশিক্ষণ পরবর্তী ছাগলের মাচা তৈরি করে (%)	প্রশিক্ষণ পরবর্তী ছাগলের মাচা তৈরি করে না (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	১০	৯০	**চুড়ান্ত মূল্যায়ন**	১০০	০

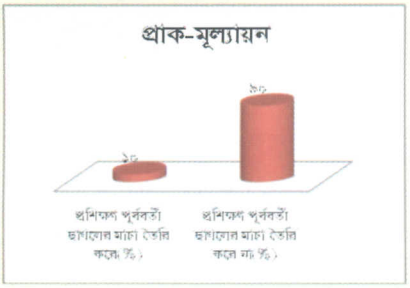

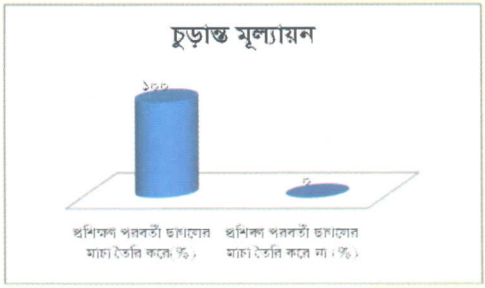

চিত্রঃ ছাগলের মাচা ব্যবস্থাপনার সংক্রান্ত তথ্য

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

আদর্শ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের জন্য সাধারনত ছাগল পালনের শুরুতেই নির্বাচিত খামারীদের ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে প্রকল্পের শুরুতে খামারীরা ছাগলের জন্য আলাদা কোন দানাদার খাদ্য দিত না এবং এর ফলে ছাগলের স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্তন হতো না। ছাগল পালনের জন্য আদর্শ হল প্রতি দশ কেজি ছাগলের জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম খাবার দিনে দুই বার প্রদান করা। উপকারভোগীরা স্থানীয় বাজার থেকে কম মূল্যের দানাদার খাবার যেমন গমের ভুষি, চাউলের কুড়া সংগ্রহ করে ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। পূর্বে সারাদিনে একবার খাবার দেওয়া হতো এবং বেশির ভাগক্ষেত্রে কোন হিসাব না রেখে ইচ্ছেমত খাবার দেওয়া হত আবার কখনও কখনও কয়েকদিন খাবার দেওয়া হতো না। প্রাথমিক জরিপের ফল হতে জানা যায় যে, ১৫০০ জন উপকারভোগীর ১৬.৫% নিয়মিত, ৭৯% অনিয়মিতভাবে খাদ্য দিত এবং ৪.৫% উপকারভোগী খাবার প্রদান করতোনা। চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ অনুসারে খাদ্য প্রদান নির্দেশিকা (সংযুক্ত-১) অনুসরন করে ৯৭ শতাংশ খামরী নিয়মিত এবং তিন শতাংশ চাষী অনিয়মিত খাদ্য প্রদান করেন।

বিবরণ	খাদ্য প্রদান নিয়মিত ও পরিমিত (%)	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী খাদ্য প্রদান অনিয়মিত (%)	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী খাদ্য প্রদান করেন না (%)	বিবরণ	প্রশিক্ষণ পরবর্তী খাদ্য প্রদান নিয়মিত (%)	প্রশিক্ষণ পরবর্তী খাদ্য প্রদান অনিয়মিত (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	১৬.৫	৭৯	৪.৫	**চুড়ান্ত মূল্যায়ন**	৯৭	৩

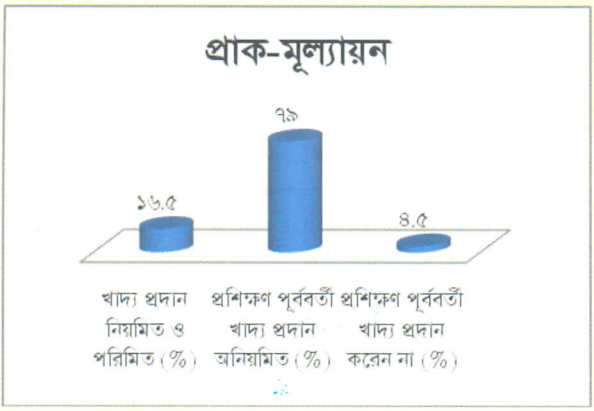

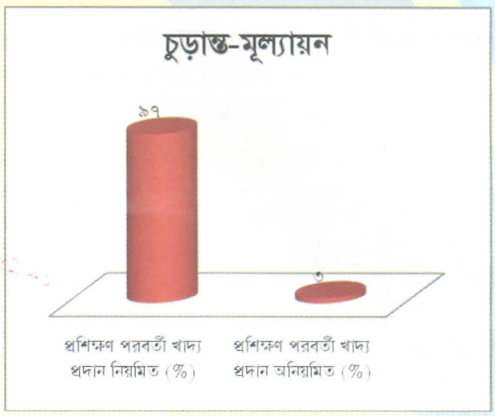

চিত্রঃ ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

বাক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ ঃ

গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে উপকারভোগীরা বাঁক সার্ভিস সেন্টারের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে ছাগল পালনের উপকারভোগীরা ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত উন্নয়নে মা ছাগলের প্রজননে নিয়মিত বাঁক সার্ভিস সেন্টার ব্যবহার করছে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ হতে পাওয়া যায় ৮০ শতাংশ খামারী নিয়মিত এবং ২০ শতাংশ খামারী অনিয়মিতভাবে বাঁক সার্ভিস সেন্টারে মা ছাগলের প্রজনন করায়। এর ফলে ব্যাক বেঙ্গল ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিবরণ	প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী বাঁক সার্ভিস সেন্টারে প্রজনন (%)	বিবরণ	প্রশিক্ষণ পরবর্তী বাঁক সার্ভিস সেন্টারে প্রজনন নিয়মিত (%)	প্রশিক্ষণ পরবর্তী বাঁক সার্ভিস সেন্টারে প্রজনন অনিয়মিত (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	০		৮০	২০

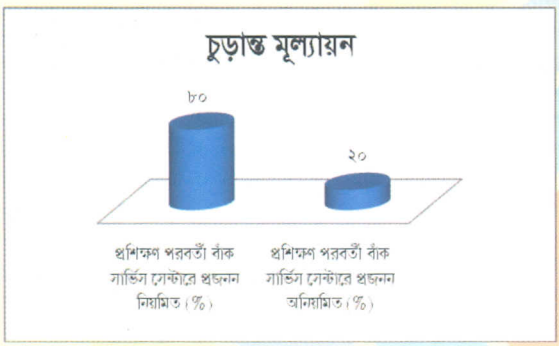

চিত্রঃ বাক সার্ভিস সেন্টারে প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য

চিত্রঃ পূর্বের প্রজনন স্থান

চিত্রঃ বর্তমান প্রজনন স্থান

ছাগী বছরে দুইবার বাচ্চা দেয়, প্রতি বারে ২ হতে ৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। সাধারণত ছাগী ৬ - ৭ বছর পর্যন্ত গর্ভধারণ করতে পারে। মা ছাগল ১২- ২১ দিন অন্তর গরম হয়। মা ছাগল সেপ্টেম্বর - নভেম্বর মাসের মধ্যে বেশী গরম থাকে। সাধারণত ৫ মাস বয়স থেকে ছাগল গরম হয় ও ৬ মাস পর বাচ্চা প্রসব করে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকায় ছাগীর তুলনায় পাঁঠার সংখ্যা কম থাকার কারনে উদ্যোক্তারা নিয়মিত উন্নত জাতের পাঁঠা দিয়ে পাল দিতে পারত না। বর্তমানে প্রকল্প সহায়তায় উন্নত জাতের পাঁঠা দিয়ে বাক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করায় প্রকল্প এলাকায় উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তার বাইরে ব্ল্যাক ব্যঙ্গল ছাগলের জাত নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। বাক সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রজনন সম্ভব হচ্ছে।

ছাগলের মৃত্যুহার হ্রাসঃ

ছাগল পালনের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রদানকৃত ছাগলের মৃত্যুহার হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে উপকারভোগীরা ধারনা অর্জন করেছে। ছাগলের রোগবালাই ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রথমিক ধারনা না থাকায় খামারে উপকারভোগীদের ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। প্রাক-মূল্যায়ন জরীপ হতে পাওয়া যায় যে ছাগলের মৃত্যুর হার ছিল ১৯.৪৪ শতাংশ। কিন্তু চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ হতে দেখা যায় যে, উন্নত ব্যবস্থাপনায় ছাগল পালনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের জ্ঞান অর্জন, নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন, ছাগালের মৃত্যুহার হ্রাসের গাইডলাইন (সংযুক্তি-২) অনুসরণ করে চিকিৎসা এবং সার্বক্ষণিক পরামর্শ সেবা প্রদানের ফলে ছাগলের মৃত্যুর হার ২.৫১ শতাংশে নেমে এসেছে।

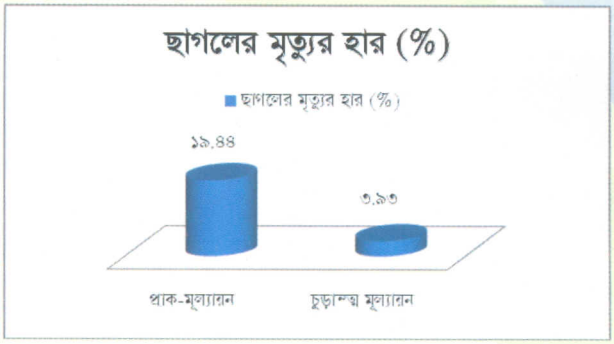

চিত্র: ছাগলের মৃত্যু হার হ্রাস সংক্রান্ত তথ্য

ছাগল উৎপাদন ঃ

প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন জরীপ অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত ১৫০০ জন খামারীর ছাগল পালনের আওতায় মোট ছাগলের পরিমান ছিল ৩৪৫০/- টি। অর্থাৎ খামারী প্রতি গড় ছাগলের পরিমান ছিল ২.৩ টি। প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরণের কারিগরী সহায়তা প্রদানের ফলে বর্তমানে চুড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৫০০ জন খামারীর ছাগল পালনের আওতায় মোট ছাগলের পরিমান দাড়িয়েছে ১৪৬৪৩/- টি। অর্থাৎ চূড়ান্ত জরীপ অনুযায়ী উদ্যোক্তা গড় ছাগলের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৯.৭ টি। প্রকল্পের এক বছরে উদ্যোক্তাদের ছাগলের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল বাচ্চার মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়া এবং ছাগল পালনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

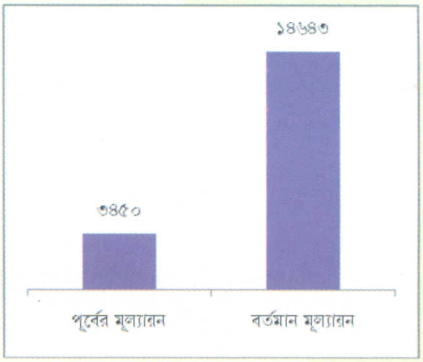

চিত্রঃ মোট ছাগলের সংখ্যা

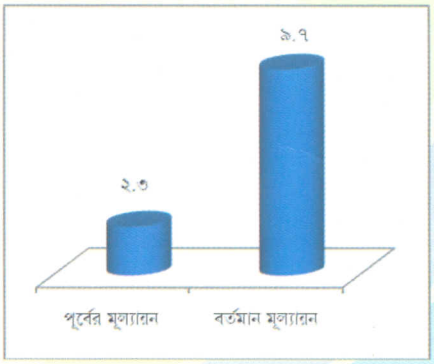

চিত্রঃ গড়ে ছাগলের সংখ্যা

ছাগল উৎপাদন খরচ ঃ

প্রকল্পের প্রভাবে খামারী প্রতি ছাগল পালন বাবদ উৎপাদন খরচ হ্রাস পেয়েছে। প্রাক-মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ এর ফলাফল বিশেস্নষণ করে দেখা যায় প্রাক-মূল্যায়ন অনুযায়ী প্রতি খামারীর বাৎসরিক উৎপাদন খরচ ছিল ১৪৯৯/- টাকা কিন্তু বর্তমানে প্রতি খামারীর বাৎসরিক উৎপাদন খরচ ১১৬৮/- অর্থাৎ প্রতি খামারীর বাৎসরিক উৎপাদন খরচ ৩৩১/- টাকা হ্রাস পেয়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের সকল দ্রব্যের সঙ্গে ছাগল পালনে দানাদার খাবারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হ্রাস করা সম্ভব হয়নি,তবে আয় ও ব্যয়ের আনুপাতিক দৃষ্টিতে খরচ নিম্নমূখী।

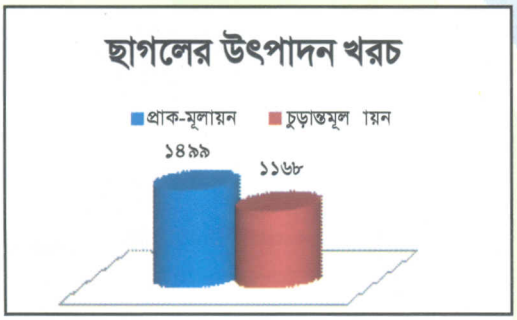

চিত্রঃ উৎপাদন খরচ সংক্রান্ত তথ্য

ছাগল পালনে আয়বৃদ্ধি ঃ

ছাগলের রোগবালাই এবং মৃত্যুহার হ্রাস, উৎপাদন উলেস্নখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়া, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ছাগলের মাংস, চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খামারীদের আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাথমিক জরীপ অনুযায়ী ছাগলপ্রতি গড় লাভ ছিল ২১২৬/- টাকা, চূড়ান্ত জরীপ অনুযায়ী ছাগল প্রতি গড় লাভ হয় প্রায় ৩৪১৪/- টাকা।

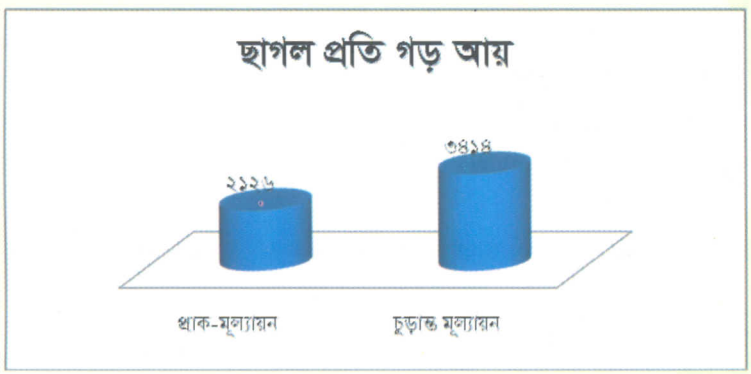

চিত্র: ছাগল পালনে আয়বৃদ্ধি তুলনামূলক তথ্য

ছাগল পালনে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ঃ

বর্তমানে ছাগল পালনে মুনাফার কথা চিন্তা করে ছাগল পালনে অধিক শ্রম ব্যয় করছে। প্রাক-মূল্যায়ন জরীপ হতে পাওয়া যায় যে ১৮৩৩ জন খামারী দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ছাগল পালনে নিজস্ব শ্রম ব্যবহার করতো অর্থাৎ অতিরিক্ত ১২২% লোক শ্রমে নিয়োজিত। চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ হতে পাওয়া যায় বর্তমানে ২৮৩২জন খামারী দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ছাগল পালনে নিজস্ব শ্রম ব্যবহার করছে অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৮৮% লোক শ্রমে নিয়োজিত।

বিবরণ	ছাগল পালনে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণ পরবর্তী ছাগল পালনে নিয়োজিত অতিরিক্ত শ্রমিক সংখ্যা (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	১৮৩৩	১২২
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	২৮৩২	১৮৮

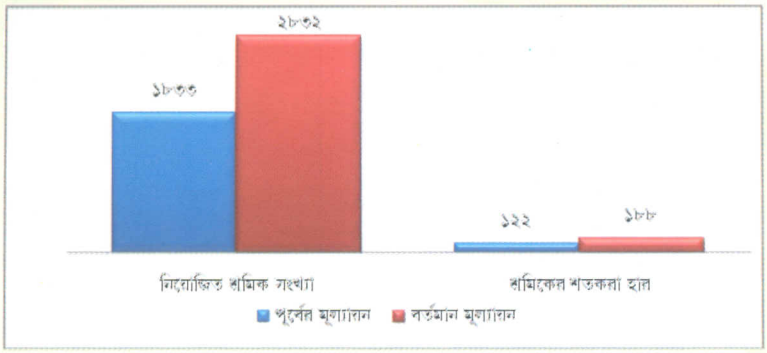

চিত্রঃ শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য

একনজরে প্রকল্পের অর্জন

ক) প্রকল্পের কর্ম এলাকায় নির্বাচিত ১৫০০ জন উপকারভোগীদের প্রাক মূল্যায়ন জরীপ অনুযায়ী ছাগলের সংখ্যা ৩৪০০ এর বিপরীতে চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরীপ অনুযায়ী ১৪৬৪৩ টি হয়েছে অর্থাৎ ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) ছাগলের মৃত্যুহার ১৯.৪৪ শতাংশ হতে কমে ৩.৯৩ শতাংশ হয়েছে।

গ) প্রকল্পভূক্ত ১৫০০জন উপকারভোগী মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করছে, এর ফলশ্রুতিতে ছাগলের রোগবালাই হ্রাস পেয়েছে এবং ছাগল পালন অধিক লাভজনক হয়েছে। যা প্রকল্পবহির্ভূত অন্যান্যদেরও উদ্বুদ্ধ করছে।

ঘ) প্রকল্পের কর্ম এলাকায় নির্বাচিত ৩৬ জন উপকারভোগীর শাখাভিত্তিক জরিপের তথ্য অনুযায়ী উপকারভোগী পর্যায়ে বাক সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের ফলে নির্বাচিত সকল উদ্যোক্তার মাসিক আয় ৬০০০ টাকার অধিক হয়েছে ফলে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ) প্রকল্পের আওতায় তৈরিকৃত ২০জন এলএসপি ছাগলের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক আয় ২৪৫১/- টাকা আয় হয়েছে।

চ) বিভিন্ন ধরণের কর্মশালার আয়োজনের ফলে সরকারী ও আধা সরকারী প্রাণীসম্পদ কর্মকতাদের সাথে খামারীদের কার্যকর সংযোগ স্থাপিত হয়েছে যা এসব প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তি সহজতর করছে।

জ) প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি, ছাগলের বাজার তৈরী হওয়ার ফলে ছাগলের পরিবহনের জন্য বিভিন্ন পরিবহন যেমন নছিমন, করিমন ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে । এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চালক চাষীদের বাড়তি উপার্জনের পথ সুগম

চ্যালেঞ্জসমূহ

➢ নিয়মিত তদারকির ফলে ছাগলের বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে এবং খামারীরা ছাগলের টীকা প্রদানে সক্ষম হয়েছেন। প্রকল্প কার্যক্রম দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নিয়মিত বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন প্রাপ্তি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে। সময়মত সরবরাহের ঘাটতি থাকায় মাঠ পর্যায়ে যথাসময়ে ভ্যাকসিনেশন করা সম্ভব না হলে ছাগলের নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে।

➢ কর্ম এলাকায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণের জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা দ্বারা বাক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হলেও সামাজিকভাবে বাঁক সেন্টার স্থাপনে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এ কার্যক্রম ব্যপক আকারে সম্প্রসারণ করা হলে আগ্রহী উদ্যোক্তা প্রাপ্তিতে সমস্যার দেখা দিতে পারে।

সুপারিশ ঃ

- উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাগল পালনের ব্যবসাগুচ্ছ গড়ে উঠেছে। বৃহৎ আকারে এসকল ব্যবসাগুচ্ছে ছাগল খামারীদের অনুরূপ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে ছাগল পালনে অভ্যস্থ করানো সম্ভব হলে দেশে ছাগল পালনের উপখাত দ্রুত বিকশিত হতে। এর ফলে ছাগল উৎপাদন বহুগুন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের পুষ্টি চাহিদা পুরণে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

- প্রয়োজন অনুসারে এলাকাভিত্তিক খামারী পর্যায়ে উন্নত জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠার মাধ্যমে বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপনে উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ এবং সহায়তা প্রদান করা হলে ছাগলের জাত সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন; পিকেএসএফ- এর সহায়তায় ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ইং থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ইং পর্যন্ত ১ (এক) বছর ব্যাপী "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক উদ্যোগের বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের সকল কার্যক্রমসমূহ সফল বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় ছাগলের মৃত্যুহার হ্রাস পেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ছাগল পালন বর্তমানে দেশের অর্থনীতিতে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

কেস স্টাডি -১
ছাগল পালনে ফাতেমা বেগমের সাফল্য

ফাতেমা বেগম চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দেউলী গ্রামের একজন বাসিন্দা। স্বামী সহিদুল ইসলাম অন্যের জমিতে কাজ করে যে টাকা পায় তা দিয়ে সংসারের অভাব মিটে না। এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার জন। সংসার ছোট হওয়া সত্বেও অভাবের কারণে ছেলে মেয়েদের স্কুলে লেখা পড়া শিখাতে পারেন নি। অল্প বয়সে ছেলে ও মেয়েকে বিয়ে দিয়ে সমস্যার মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। বিয়ের পর ছেলে বাবা মায়ের সংসার থেকে আলাদা হয়ে যায়। বর্তমানে ফাতেমার সংসারে ৩টি ছাগলই তার সবসময়ের সঙ্গী।

ছাগলগুলি নিজেই মাঠে মাঠে চড়াতো ফাতেমা। ওয়েব ফাউন্ডেশনের অনুদান ও ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা জানতে পেরে ফাতেমাও অনুদান সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের প্রজনন সেন্টার স্থাপনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করেন। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের টেকনিক্যাল পারসন মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনের সাথে কথা বলে বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা চুড়ান্ত করেন। ওয়েভ ফাউন্ডেশন তার আগ্রহ দেখে বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন বাবদ ৩০০০/- টাকা এবং ০১ টি বাঁক ক্রয় ৬০০০/- টাকা মোট ৯০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করেন। সংস্থার অনুদানের টাকা দিয়ে তিনি ১ টি বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন ০১ টি বাঁক ক্রয় করেন। ওয়েভ ফাউন্ডেশন তার বাঁক সার্ভিস সেন্টার স্থাপন ও বাঁক ক্রয়ের পর বাঁক সার্ভিস সেন্টার ও প্রজনন ব্যবস্থপনার উপর ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফাতেমা বেগম ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে ১৬০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও ০২ টি ব্ল্যাক বেঙ্গল বাঁক ও ০২ টি মা ছাগল ক্রয় করেন। ফাতেমা পুরোদমে ছাগলের ব্যবসায় নেমে পরেন। তার প্রতি ছাগলের ৩ থেকে ৪ টি বাচ্চা হয়। মা ছাগলগুলি দুধও ভাল, ফলে বাচ্চার দ্রুত বৃদ্ধি হয়। ফাতেমা বলেন, "আমার ছাগলগুলি খুব লক্ষি, যা দি তাই খায় বাচ্চা দিখতি দিখতি বড় হয়ে যায়"। প্রতিটি প্রজননের জন্য ফাতেমা বেগম ৫০/- টাকা ফি গ্রহণ করেন। ০৩ টি বাঁক থেকে তার প্রত্যেক মাসে গড় ৪৫০০/- টাকা আয় হয়। বর্তমানে ফাতেমা অনেক ভাল আছেন। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সাথে থেকে সে আরও সফলতা আনতে চায়।

কেস স্টাডি -২ ,
কসাই থেকে বনে গেলেন সফল ঘাঁস ব্যবসায়ী

চুয়াডাংগা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মোঃ মাসুম মন্ডল কাছে জানতে চেয়েছিলাম তার বদলে যাওয়া জীবনের কথা। কসাইয়ের কাজ করে কোনরকম সংসার চলতো। অভাবের কারনে ছেলে মেয়েদের কাউকে স্কুলে পাঠাতে পারিনি। দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে পাঁচজনের সংসার খুবই কষ্টে কালছিল আমার। তাছাড়া কসইয়ের কাজটা তেমন ভালো লাগতো না। প্রতিনিয়ত বিকল্প উপায় খুজে ফিরতাম। একদিন জানতে পারলাম ওয়েব ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠাণ ছাগল ও ঘাস চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে আর্থিক অনুদান প্রদান করছে। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে বিস্তারিত জেনে আমার খুব পছন্দ হল। প্রাথমিক ভাবে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ফেডেক প্রকল্পের আওতায় ঘাস চাষের জন্য

আমি ২০০০/- ঋণ গ্রহন করি। অল্প পুঁজির জন্য জমি বর্গা নিতে না পারায় সংস্থাটি আমাকে ৫০০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করেন। উক্ত টাকা দিয়ে আমি ১৫ বিঘা জমি লিজ নেই এবং ঘাঁস চাষ শুরু করি। ১ম বছরেই আমি ঘাঁস চাষে বড় ধরনের সফলতা পাই। বর্তমানে আমার ২ ছেলেসহ মোট ০৭ জন আমার ঘাস চাষের প্রকল্প দেখাশোনা করছে। গত বছরে ঘাস চাষ করে আমার প্রায় ২০০০০০/- টাকা আয় হয়েছে। উক্ত মুনাফার টাকা দিয়ে ০৩ বিঘা জমিতে আখ চাষ, ০৩ বিঘার ১ টি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছি। পাশাপাশি একটি গরুর খামার করেছি যাতে ০৮টি গরু আছে। ভবিষ্যতে ৫০টি খাঁসী ছাগলের ১টি খামার স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমার দেখাদেখি এলাকায় আরও ঘাঁস চাষী গড়ে উঠেছে।

তথ্যের উৎস

১। ছাগল পালন ম্যানুয়াল, এপ্রিল ২০০৩ইং, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা-১৩৪১ এবং পশুসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

২। গৃহপালিত পশু-পাখির চিকিৎসা, ডঃ মোঃ জালাল উদ্দিন সরকার।

৩। পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা, জুলাই ২০১০ইং, ডা: এম এ সামাদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

৪। Animal Husbandry, G.C. Banerjee.

৫। দারিদ্র বিমোচনে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

৬। ছাগলের বাচ্চার প্রতিপালন, ড. মো: এরসাদুজ্জামান ও অন্যান্যরা, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

৭। Handbook of Livestock & poultry diseases in SAARC countries.

সংযুক্তি-১

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্যের উপাদান ও উৎসসমূহ

ক্রমিক	খাদ্যের উপাদান	উৎসসমূহ
১	শ্বেতসার বা শর্করা	খড়/বিচালী, চিটাগুড়, ভাতের মাড়, কুড়া, ভুষি ইত্যাদি
২	আমিষ বা প্রোটিন	মাস কলাই, ছোলা, মটর কলাই, খেসারী ইত্যাদি
৩	স্নেহ ও চর্বি	সরিষার খৈল, তিলের খৈল, নারিকেল খৈল, তিষির খৈল ইত্যাদি
৪	খনিজ	লবণ
৫	ভিটামিন	কাঁচা ঘাস, সবুজ পাতা ইত্যাদি
৬	পানি	বিশুদ্ধ পানি

গুণগত মান হিসাবে খাদ্য ২ প্রকার

১. আঁশ জাতীয় খাদ্য : লতাপাতা, খড়/বিচালী, কাঁচাঘাস ইত্যাদি

২. দানাদার জাতীয় খাদ্য : মাস কলাই, ছোলা মটর, খৈল, কুড়া, ভূষি ইত্যাদি

দানাদার ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

- দেহ বৃদ্ধির জন্য।
- তাপ সংরক্ষণ ও পেশীর কর্মশক্তি উৎপাদন করার জন্য।
- দেহ রক্ষা ও ক্ষয় পূরণের জন্য।
- মাংস উৎপাদনের জন্য।
- রোগ প্রতিরোধ করার জন্য।
- বিভিন্ন রোগ হওয়ার পর তা নিরাময় করার জন্য।
- দুগ্ধবতী ছাগীর পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ তৈরির জন্য।
- স্বল্প খরচে অল্প পরিমাণ খাদ্যের সাহয্যে পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য।

চিত্র ঃ ছাগলের আঁশজাতীয় খাদ্য

ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ

ক্রমিক	খাবারের নাম	বড় ছাগল	বাচ্চা ছাগল
১	ছোলা	১৫ ভাগ	২০ ভাগ
২	ভূট্টা	৩৭ ভাগ	২২ ভাগ
৩	তিল বা চিনা বাদাম	২৫ ভাগ	৩৫ ভাগ
৪	বাদামের খৈল	২০ ভাগ	২০ ভাগ
৫	গমের ভূষি	২.৫ ভাগ	২.৫ ভাগ
৬	লবণ	০.৫ ভাগ	০.৫ ভাগ
	মোট	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

পারিবারিক ক্ষুদ্র খামারের দানাদার খাদ্যের ছক ঃ

ক্রমিক	উপাদান	শতকরা হিসাব
১	চালের খুদ	৪০ %
২	চালের কুড়া	৫০ %
৩	ডালের ভূষি	৫ %
৪	লবণ	৩ %
৫	ঝিনুকের গুড়া	২ %
মোট		১০০ %

বাণিজ্যিক খামারের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ঃ

উপাদান	ছাগলের বাচ্চার খাদ্যের মিশ্রণ (%)	খামারে (বাচ্চার) ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানের পরিমান (কেজি)	পূর্ণবয়স্ক ছাগলের খাদ্যের মিশ্রণ (%)	খামারে (পূর্ণবয়স্ক) ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানের পরিমান (কেজি)
চাল ভাঙ্গা বা খুদ	০		০	০
গম ভাঙ্গা	৭%	২৪	৭%	১০২
ভুট্টা ভাঙ্গা	১৮%	৬৩	১৮%	২৬১
ছোলার ভূষি	৩৫%	১২৩	৩৫%	৫০৭
খেসারী ভাঙ্গা	০		০	
ধইঞ্চা সিদ্ধ	০		০	
গমের ভুষি	২০%	৭০	২০%	২৯০
ঢেকি ছাটা কুড়া	০		০	
সয়াবিন খৈল	১৬.৫০%	৫৭	১৬.৫০%	২৩৯
প্রোটিন কনসেনট্রেট	০		০	
ফিসমিল	০		০	
সয়াবিন তৈল	০		০	
চিটাগুঁড়	০		০	
লবণ	১%	৪	১%	১৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০%	২	০.৫০%	৭
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২%	৭	২%	২৯

বাঁচ্চাকে শাল দুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে।

সংযুক্তি-২

ছাগলের বিভিন্ন রোগ, রোগের লক্ষণ এবং রোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

রোগ	রোগের লক্ষন	প্রতিরোধ/প্রতিকার	রোগে আক্রান্তের ছবি
পিপিআর	• দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা • মুখে ঘাঁসহ চোখে ময়লা থাকবে • প্রচুর জ্বর থাকবে	৩ মাস বয়সে ১ম ডোজ পরবর্তীতে প্রতি এক বছর পর পর পিপিআর টিকা দিতে হবে	

রোগ	রোগের লক্ষন	প্রতিরোধ/প্রতিকার	রোগে আক্রান্তের ছবি
নিউমোনিয়া	• সর্দি ও প্রচুর কাঁশি হবে • শরীরের লোমগুলি খাড়া খাড়া থাকবে • নাঁক দিয়ে আঁঠালো সর্দি বের হবে	পরিস্কার শুস্ক ও পরিচ্ছন্ন জায়গায় (মাচার উপর) ছাগলকে রাখতে হবে	

রোগ	রোগের লক্ষন	প্রতিরোধ/প্রতিকার	রোগে আক্রান্তের ছবি
গোট পক্স	• জ্বর থাকবে এবং খাওয়া বন্ধ করে দিবে • শরীরে প্রচুর ব্যাথা ও বসন্তের গুটি থাকবে। • পাতলা পায়খানার সাথে কফেরমত মিউকাস থাকবে।	৬ মাস বয়সে ১ম ডোজ পরবর্তীতে ১ বছর পর পর গোট পক্স টিকা দিতে হবে	

রোগ	রোগের লক্ষন	প্রতিরোধ/প্রতিকার	রোগে আক্রান্তের ছবি
কৃমিরোগ	• শরীর হাড্ডিসার দেখাবে ও পেঁট ঝুলে যাবে • শরীরের লোমগুলি উস্ক খুস্ক থাকবে • দাঁতে দাঁত কাঁটবে এবং পায়খানার সাথে কৃর্মি পড়বে	ছয় মাস পর পর কৃমির ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে	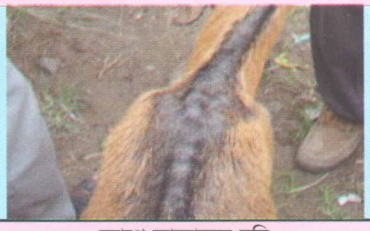

রোগ	রোগের লক্ষন	প্রতিরোধ/প্রতিকার	রোগে আক্রান্তের ছবি
পেটের পীড়া (ডায়রিয়া, পেটফোলা)	• পঁট ফুলে যাবে এবং শ্বাসকষ্ট হবে • মুখ দিয়ে লালা ঝরবে • পাতলা পায়খানাসহ নাক এবং পায়ুপথে রক্ত বের হতে পারে	১. ছাগলকে পঁচা বাশি খাবার দেওয়া যাবে না ২. যে সকল খাবারে বিষক্রিয়া হয় তা ছাগলকে দেওয়া যাবে না	

রোগ	রোগের লক্ষন	প্রতিরোধ/প্রতিকার	রোগে আক্রান্তের ছবি
মুখে ঘাঁ (একথাইমা)	• ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি ও জিহ্বায় ফুঁসকা পড়ে ঘাঁ হবে • শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে পারে • মুখে ব্যাথার দরুন খাবার দাবার ছেড়ে দিবে	৩ দিন বয়সে ১ম ডোজ পরবর্তীতে ১ বছর পর পর একথাইমার টিকা দিতে হবে	

বিঃদ্রঃ- ছাগলের উপরোক্ত রোগসহ যে কোন রোগের প্রতিকারের জন্য নিকটস্থ প্রাণি চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করুন।

সংযুক্তি-৩

ছাগলের মৃত্যু হার হ্রাসে করণীয় সম্পকৃত গাইড লাইন (পিকে এস এফ কর্তৃক প্রদানকৃত)

ক) গর্ভবর্তী অববস্থায় ঃ

(১) গর্ভবতী অবস্থায় ছাগীকে প্রয়োজন মত সুষম খাদ্য (কাঁচা ঘাসের সহিত প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্য) সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে গর্ভবতী ছাগলকে চারণভূমিতে চরানোর পাশাপাশি ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

(২) চারণভূমিতে ঘাসের পরিমাণ কম হলে ঘাস খাওয়ানোর পাশাপাশি ছাগল প্রতি দৈনিক ০.৫-১.০ কেজি পরিমাণ কাঁঠাল পাতা, ইপিল ইপিল পাতা, ঝিকা পাতা, বাবলা পাতা ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। কাঁচা ঘাস না পাওয়া গেলে ছাগলকে পাতা খাওয়ানোর পাশাপাশি দৈনিক ০.৫-১.০ কেজি ইউরিয়া মোলাসেস ষ্ট্র (ইউএমএস/ইউটিএস) খাওয়ানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ছাগলকে (ইউএমএস/ইউএমবি) খাওয়াতে অভ্যস্ত করতে হবে।

৩) এছাড়া একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গর্ভবতী ছাগলকে অন্যান্য খাবার দেয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন ২৫০-৪০০ গ্রাম ভাতের মাড় দেয়া যেতে পারে।

(৪) যে সব ছাগীকে পূর্বে পিপিআর, গোটপক্স, একথাইমা, ব্রুসেলোসিস ইত্যাদির ভ্যাকসিন দেয়া হয়নি তাদেরকে গর্ভের পঞ্চম মাসে উক্ত ভ্যাকসিনসমূহ দিতে হবে।

(৫) গর্ভের শেষ ১-২ সপ্তাহে ছাগীকে ব্রডস্পেকট্রাম কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। গর্ভের ৪র্থ সপ্তাহে (১ মাস পরে) গর্ভবতী ছাগলকে ওজন ভেদে ০.৫-১.০ মি.লি. ভিটামিন (A,D,E,K) ইনজেকশন এবং সম্ভাব্য বাচ্চা দেয়ার ১৫ দিন আগে ১.০ মি. লি. ভিটামিন-বি কমপেক্স ইনজেকশন দেয়া উচিত। এতে বাচ্চার সুষম বৃদ্ধি হয় এবং মা প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া রোগ হতে রক্ষা পায়।

খ) প্রসব ও প্রসব পরবর্তী অবস্থা ঃ

(১) সম্ভাব্য প্রসবের ১ সপ্তাহ পূর্বে ছাগীকে প্রসবের জন্য নির্ধারিত স্থানে রাখতে হবে। উক্ত স্থানে পরিস্কার বিষ্ঠামুক্ত খড় বিছিয়ে দিতে হবে। এ সময় ছাগীকে কোনভাবেই দূরবর্তী স্থানে পরিবহন বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় স্থানান্তর করা যাবে না।

(২) প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলেই ছাগীর পিছনের অংশ ও ওলান পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর ৫% দ্রবণ দিয়ে ধোয়ে মুছে দিতে হবে।

(৩) বাচ্চা প্রসব হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চার নাক মুখের শ্লেষ্মা সরিয়ে মায়ের সামনে দিতে হবে। যাতে মা বাচ্চা চেটে পরিস্কার করতে পারে।

(৪) শ্লেষ্মা পরিস্কারের পর বাচ্চার নাভী, শরীর থেকে ৩ সে. মি.(প্রায় দুই আঙ্গুল) রেখে পরিস্কার জীবাণুমুক্ত বেড/ছুরি/কাঁচি দিয়ে কেটে সেখানে টিংচার অব আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে।

(৫) মায়ের জরায়ুতে যাতে ইনফেকশন না হয় সেজন্য যৌনাঙ্গে ৫% পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

(৬) সাধারণত বাচ্চা প্রসবের ১/২-৪ ঘন্টার মধ্যেই ফুল (Placcnta) পড়ে যায়। তবে ১২-১৫ ঘন্টার বেশী

গ) জন্মের পর থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত ঃ

(১) জন্মের ২০–৩০ মিঃ মধ্যে বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে। দুই এর অধিক বাচ্চার ক্ষেত্রে সব বাচ্চাই যেন সমান পরিমাণে শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া অন্তত ১.৫–২.০ ঘন্টা পর পর মায়ের দুধ খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

(২) **ব্ল্যাক** বেঙ্গল ছাগলের সাধারণত দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ায় (উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় সাধারণত দৈনিক গড়ে ০৫.–১.০ কেজি দুধ দেয়) ২–৪টি ছানা বিশিষ্ট ছাগীর দুধ প্রায়ই বাচ্চার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় না। এক্ষেত্রে ছানাকে উল্লেখিত পরিমাণে ৩৯–৪০ সে. তাপমাত্রায় **গরুর** দুধ বোতলে বা পরিস্কার পাত্রে খাওয়াতে হবে। **গরুর** দুধ না পেলে ননীযুক্ত গুড়া দুধ-৭০%, চাল, গম বা ভুট্টার গুড়া–২০%, সয়াবিন–৭%, লবণ-১.৫%, ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট-১.৫% এবং ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স–০.৫% দিয়ে ঘরে "মিল্ক রিপ্লেসার" তৈরী করে খাওয়ানো যেতে পারে। উল্লেখিত দুধ/মিল্ক রিপ্লেসার দিনে ৪–৫ বারে খাওয়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে এক(১) ভাগ কল্ক রিপ্লেসার নয়(৯) ভাগ পানিতে মিশিয়ে তা অন্তত ৫ মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ৩৯–৪০ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ছাগলকে খাওয়ানো উচিত। অর্থাৎ মিল্ক রিপ্লেসার" ও পানির অনুপাত হবে ১ঃ৯।

(৩) বয়স ভেদে একটি বাচ্চার দৈনিক প্রায় ৫০০–৮০০ মি. লি. দুধের প্রয়োজন হয় যা সে সব সময় নাও পেতে পারে। তাই বাচ্চাকে এক মাস পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি দৈনিক ৫০–১০০ গ্রাম পরিমাণ ভাতের মাড় দেয়া যেতে পারে।

(৪) জন্মের ১৫–২০ দিন পর থেকেই ছাগল ছানাকে আঁশ জাতীয় খাবার যেমন–কাঁচা ঘাস, কচি লতাপাতা ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করতে হবে।

(৫) খাবার পাত্র, পানি পাত্র, মাচার নিচ এবং ঘরকে প্রতিদিন সকালে পরিস্কার করতে হবে।

ঘ) মায়ের দুধ ছাড়ানোর পূর্বে ঃ

(১) যেসব বাচ্চা দুর্বল, উস্কু খুস্কু তাদেরকে মায়ের দুধের পাশাপাশি মাল্টি ভিটামিন/মিনারেল দ্রবণ তৈরী করে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন খাওয়ানো যেতে পারে।

(২) বাচ্চাকে চর্মরোগ বা বহিঃপরজীবী থেকে রা করার জন্য ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে প্রতিমাসে অন্তত একবার চুবাতে হবে। এক্ষেত্রে বাচ্চার মুখে, নাকে বা কানে যাতে উক্ত দ্রবণ প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৩) যেসব টিকা দুধ ছাড়ানোর পূর্বে দিতে হয় সেগুলো দিতে হবে।

(৪) আন্তঃপরজীবীর হাত থেকে বাচ্চাকে রা করার জন্য কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

(৫) দুধ বন্ধ করানোর পূর্বেই বাচ্চাকে দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাবারের সাতে অভ্যস্ত করতে হবে।

(৬) যেসব বাচ্চাকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয় সকল পর্যায়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে এবং ঠান্ডা দুধ খাওয়ানো যাবে না।

(৭) বাচ্চাকে এক মাস পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি দৈনিক ৫০–১০০ গ্রাম এবং দুই মাস থেকে চার মাস বয়স পর্যন্ত ৪০০–৫০০ গ্রাম পরিমাণ ভাতের মাড় এবং ৫০–১০০ গ্রাম ঘরে তৈরী দানাদার খাদ্য দেয়া যেতে পারে।

চার থেকে ছয় (৪–৬) মাস বয়সী ছাগলের মৃত্যুর হার কমানোর জন্যে করণীয় ঃ

(১) এ সময় ছাগলের বাচ্চা মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে কাঁচা ঘাস খাওয়া শুরু করে থাকে। ছাগলের বাচ্চার ওজন এ সময় সাধারণত ৩–৪ কেজি হয়ে থাকে। এই সময় তাদের ঘাস জাতীয় খাদ্য হজম করার শক্তি পুরোপুরি হয় না। তাই শরীরের প্রয়োজন মত নিয়মিত নরম কচি লতাপাতা, কাঁচা ঘাস, খাতের মাড়সহ অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) ৪ মাস বয়স থেকে বছরে ২ বার পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) ছাগলের কৃমি প্রতিরোধ করতে বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।

(৪) বহিঃপরজীবী যেমন ঃ উঁকুন, মেইঞ্জ, এটুলি প্রতিরোধ করতে প্রতিমাসে একবার ভেরেন্ডার পাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে ছাগলকে গোসল করানো যেতে পারে।

(৫) খামারে হঠাৎ কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে ভেটেরিনারী ডাক্তারের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিন (৩) মাস বা তার অধিক বয়সের ছাগলের মৃত্যুর হার কমানোর জন্যে করণীয় ঃ

(১) রোগ দেখা দেয়ার আগেই সুস্থ্য ছাগলকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পিপিআর, গোটপক্স, একথাইমা, ক্ষুরা রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে। টিকা প্রদান ক্যাম্প আয়োজনের সময় প্রকল্পভূক্ত সকল ছাগলসহ আশেপাশের সকল ছাগলকে টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ছাগলের টিকা প্রদান সিডিউল নিম্নে দেয়া হল ঃ

রোগের নাম	জন্মের ৩য় দিন	৩ মাস বয়সে	৬ মাস বয়সে	৯ মাস বয়সে
একথাইমা	১ম ডোজ দিতে হবে			
ক্ষুরা রোগ		১ম ডোজ দিতে হবে		২য় ডোজ দিতে হবে
পিপিআর		১ম ডোজ দিতে হবে		২য় ডোজ দিতে হবে
গেটপক্স		১ম ডোজ দিতে হবে		

(২) কোন একটি ছাগল রোগাক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে ছাগলটিকে দ্রুত পাল থেকে সরিয়ে দূরে কোথাও রাখতে হবে।

(৩) ছাগল মারা গেলে ছাগলের মৃতদেহ, মলমূত্র, খাদ্যসামগ্রীসহ অন্যান্য জিনিসপত্র গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

(৪) ছাগলের কৃমি প্রতিরোধ করতে বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।

(৫) বহিঃপরজীবী যেমন ঃ উঁকুন, মেইঞ্জ, এটুলি প্রতিরোধ করতে প্রতিমাসে একবার ভেরেন্ডার পাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে ছাগলকে গোসল করানো যেতে পারে।

(৬) প্রকল্পভূক্ত খামারীরা নিয়মিতভাবে খামারে নতুন ছাগল প্রবেশ করায়। এ ক্ষেত্রে খামারীদের অবশ্যই কোয়ারেনটাইন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

(৭) খামারীদের নিয়মিত সকালে ঘর থেকে ছাগল বের করার সময় এবং বিকালে ছাগল ঘরে প্রবেশ করানোর সময় প্রতিটি ছাগলের শারীরিক সুস্থতা চেক করতে হবে।

(৮) ছাগল রোগে আক্রান্ত হলে দ্রুত ভেটেরিনারী সার্জেন এর পরামর্শ নেয়া নিশ্চিত করতে হবে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

ওয়েভ ফাউন্ডেশন দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, বাংলাদেশ।
ফোন ও ফ্যাক্স: +৮৮ ০৭৬৩২ ৫১১৫৯
ই-মেইল: infoho@wavefoundationbd.org